কিশোর ক্লাসিক

রবার্ট লুই স্টিভেনশন-এর

বোতল শয়তান

রূপান্তর: কাজী শাহনূর হোসেন

সবা প্রকাশনা

ANIK

FUAD

কিশোর ক্লাসিক

বোতল শয়তান

রবার্ট লুই স্টিভেনসন

রুপান্তর - কাজী শাহনূর হোসেন

আজব এক বোতল, দারুণ তার ক্ষমতা।
অনেক দিতে পারে যেমন, তেমনি কেড়েও নেয়।
ওটা বেচে দিতে না পারলে।
আর নিজের ইচ্ছামত দামে বেচলে চলবে না, কমে বেচতে হবে।
... বিপদে পড়ে গেল এক দম্পতি।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪, সেগুন বাগিচা, ঢাকা - ১০০০
সেবা শো-রুমঃ ৩৬/১০, বাংলাবাজার, ঢাকা - ১১০০
প্রজাপতি শো-রুমঃ ৩৮/২ক, বাংলাবাজার, ঢাকা - ১১০০

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There Il Nothing Left To Be Shared!

বোতল শয়তান

রবার্ট লুই স্টিভেনসন

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৩

হাওয়াই দ্বীপে এক লোক বাস করত। তার নামটা গোপন রাখছি। কারণ সে বেঁচে আছে এখনও। তাই আমরা তাকে কিউই বলে ডাকব।

কিউই ছিল গরীব। কিন্তু সাহসী আর কর্মঠ লোক হিসেবে সুনাম ছিল তার। পড়াশোনাও জানত বেশ। তাছাড়া নাবিক হিসেবে যথেষ্ট দক্ষ ছিল। স্টীমার নিয়ে ঘুরে বেড়াত। ওয়েইল বোট নিয়ে মাঝেমধ্যেই চলে যেত হামাকুয়া উপকূলে।

এভাবে ঘুরতে ঘুরতেই কিউই-র মনে ইচ্ছে জাগল সারা দুনিয়াটা ঘুরে দেখতে হবে। সে উদ্দেশ্যেই স্যান ফ্র্যানসিসকোগামী এক জাহাজে চেপে বসল একদিন।

স্যান ফ্র্যানসিসকো চমৎকার শহর। বন্দরটাও চমৎকার। আর ধনী লোকেরও অভাব নেই এ শহরে। বিশেষ করে একটা পাহাড় তো মনোরম সব প্রাসাদে ছেয়ে রয়েছে।

এ পাহাড়ের ওপর দিয়েই একদিন হেঁটে যাচ্ছিল কিউই। পকেট ভর্তি টাকা তার। দুপাশের চমৎকার সব অট্টালিকাগুলো দেখে বিস্ময় জাগছিল মনে।

'কি দারুণ সব বাড়ি!' ভাবল সে, 'আর যারা এসব বাড়িতে বাস করে তাদের তো কোন চিন্তাই নেই। কি সুখী তারা!'

এসব ভাবতে ভাবতেই একটা বাড়ির সামনে এসে পড়ল সে। অন্য বাড়িগুলোর চেয়ে ছোট এটা। কিন্তু খেলনার মত সুন্দর। সিঁড়িগুলো রূপোর মত ঝকঝকে। ফুলে ফুলে ছেয়ে রয়েছে বাগানটা। জানালাগুলোতে যেন হীরের ঝলকানি। থমকে দাঁড়াল কিউই। আশ্চর্য হয়ে দেখতে লাগল বাড়িটার অসাধারণ সৌন্দর্য। হঠাৎ তার নজর গেল একটা জানালার দিকে। এক লোক চেয়ে রয়েছে তার দিকে। বুড়ো মত। মাথা জোড়া টাক। মুখে সাদা দাড়ি। কেমন মলিন, বিষণ্ন দেখাচ্ছে তাকে। কিউই অবাক হয়ে গেল। এ লোকের তো এমন মন খারাপ করে বসে থাকার কথা নয়।

সত্যি কথা হচ্ছে, কিউই আর সেই বুড়ো একে অন্যের দিকে চেয়ে

পরস্পরকে তখন হিংসে করছে। ভাবছে 'আহা! ও কত সুখী!'

হঠাৎ মৃদু হাসল লোকটা। হাতছানি দিয়ে কিউইকে ডাকল। ভেতরে আসার জন্যে। কিউই ঢোকার সময় দরজার কাছে দেখা হল ওদের।

'এ বাড়িটা আমার,' বলল বুড়ো, দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। 'ঘরগুলো ঘুরে দেখবে?'

মনের আনন্দে রাজি হল কিউই। বুড়ো ওকে তল-কুঠরি থেকে শুরু করে ছাদ পর্যন্ত পুরো বাড়িটা ঘুরিয়ে দেখাল। আশ্চর্য নিখুঁত একটা বাড়ি। তাক লেগে গেল কিউই-র।

'সত্যি,' বিস্ময় কাটিয়ে বলল কিউই, 'এ বাড়ির কোন তুলনা নেই। আমার এমন একটা বাড়ি থাকলে সারাদিন হাসিমুখে থাকতাম আমি। অথচ আপনি কিনা মুখ কালো করে বসে রয়েছেন। কারণটা কি?'

'কোন কারণ নেই,' বলল বুড়ো। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'তুমি এরকম বা এরচেয়েও সুন্দর বাড়ির মালিক হতে চাও? কিছু টাকা নিশ্চয় আছে তোমার সঙ্গে?'

'তা আছে। পঞ্চাশ ডলারের মত,' কিউই জবাব দিল। 'কিন্তু এরকম একটা বাড়ির দাম তো তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি।'

কি যেন হিসেব করল বুড়ো। 'খুব কম হয়ে গেল,' বলল সে। 'তবে ইচ্ছে করলে পঞ্চাশ ডলারে এটা কিনতে পার তুমি।'

'বাড়িটা?' উৎসাহিত হয়ে জিজ্ঞেস করল কিউই।

'না, বাড়িটা নয়,' ঠাণ্ডা গলায় বলল বুড়ো। 'বোতলটা। তোমাকে জানিয়ে দেয়া ভাল; এই যে বাড়ি, বাগান, ধন সম্পত্তি দেখতে পাচ্ছ, সব কিন্তু বোতলের কল্যাণে। সব দিয়েছে ছোট্ট একটা বোতল।'

কাবার্ড খুলে বোতলটা বার করল সে। পেটটা গোল। লম্বা গলা। দুধের মত সাদা ওটার কাঁচ। রঙধনুর সাত রঙ খেলা করে চলেছে অনবরত। বারবার বদলে যাচ্ছে বোতলের কাঁচের রঙ। ভেতরে আবছা ভাবে নড়ে বেড়াচ্ছে কি যেন একটা। ছায়া আর আগুনের শিখার মত।

'এটার কথাই বলছিলাম,' বুড়ো বলল। সব দেখে শুনে হেসে উঠল কিউই। 'আলিফ লায়লার গল্প ফেঁদেছেন দেখছি।'

'আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না?' প্রশ্ন করল লোকটা। 'চেষ্টা করে দেখ তো এটা ভাঙতে পার কিনা।'

বুড়োর হাত থেকে বোতলটা নিল কিউই। ইচ্ছেমত আছাড় মারল মেঝেতে। ঠুকল সজোরে। প্রতিবারই মেঝে থেকে লাফিয়ে উঠল ওটা। ঠিক টেনিস বলের মত। কিছুই হল না ওটার। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিল কিউই। ঘেমে উঠেছে সে।

'আশ্চর্য জিনিস তো,' কিউই-র কণ্ঠে বিস্ময়। 'দেখে তো মনে হয় কাঁচের তৈরি। ঠুনকো।'

'কাঁচই ওটা,' বলল বুড়ো। এবার আগের চেয়ে অনেক বেশি গভীর শোনাল তার দীর্ঘশ্বাস। 'তবে নরকের আগুনে তৈরি। একটা বাচ্চা শয়তান বাস করে ওটার ভেতর। নড়াচড়া দেখলে না তখন? ও-ই নড়ছিল। বোতলটা যে কিনবে শয়তানের বাচ্চাটা তারই হুকুম তামিল করবে। যাই চাওয়া হোক না কেন–ভালবাসা, খ্যাতি, টাকা-পয়সা, বাড়িঘর, এমন কি শহর–সব কিছুই করে দেয়ার ক্ষমতা রয়েছে ওর। কেবল মনের ইচ্ছের কথাটা উচ্চারণ করলেই হল। বোতলটা এক সময় নেপোলিয়নের কাছেও ছিল। এরই দৌলতে তিনি পৃথিবীর সম্রাট হয়েছিলেন। কিন্তু যেই বেচে দিলেন অমনি পতন হল তাঁর। ক্যাপ্টেন কুক এই বোতলের সাহায্যে অনেক নতুন জায়গা আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু বোতল হাতছাড়া করতেই মারা পড়লেন। আসল কথা হচ্ছে, বোতলটা বেচে দেয়ার সাথে সাথে সব ক্ষমতা শেষ হয়ে যায়। আর বোতলের মাধ্যমে যা করে নেয়া যায় তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। নইলে চরম অমঙ্গল নেমে আসে।'

'আপনি বোতল বেচতে চাইছেন কেন?' জানতে চাইল কিউই।

'আমার আর কিছু চাওয়ার নেই। তাছাড়া বয়সও হয়েছে,' বলল বুড়ো। 'সত্যি কথাটা বলছি তোমাকে, একটা কাজই কেবল পারে না শয়তানটা। আয়ু বাড়িয়ে দেয়ার ক্ষমতা নেই ওর। আরও একটা কথা খোলাসা করে বলে দিচ্ছি, কেউ যদি বোতলটা বেচে দেয়ার আগেই মারা যায় তবে নরকের আগুনে তাকে চিরতরে পুড়ে মরতে হবে।'

'বাপরে বাপ! কি ভয়ানক কথা,' চমকে গেল কিউই। 'আমার ও-জিনিসের দরকার নেই। বাড়ি ছাড়াও চলছে আমার। চলবেও। নরকের আগুনে পুড়ে মরতে চাই না।'

'উত্তেজিত হয়ো না। একটু ভেবে দেখ,' শান্ত স্বরে বলল বুড়ো। 'বুঝে শুনে শয়তানটাকে ব্যবহার করলেই আর চিন্তা নেই। সব পাওয়া হয়ে গেলে বোতলটা বেচে দেবে অন্য কারও কাছে। আমার মত।

তারপর পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে বসে বসে খাবে আর ঘুমোবে।'

'কিন্তু দুটো ব্যাপারে খটকা লাগছে,' বলল কিউই। 'আপনার মন খারাপের কারণটা বুঝতে পারছি না আমি। আর এত কম দামে বোতল বেচে দিচ্ছেন কেন? আপনার মতলবটা কি শুনি।'

'মন খারাপের কথা বলছ? দিন যে ফুরিয়ে আসছে, বাবা। নরকের আগুনে কে পুড়ে মরতে চায় বল। বোতলটার আরেকটা বিশেষত্ব আছে। সে-জন্যেই এত কমে ছেড়ে দিতে চাইছি। বহু বছর আগে বোতলটা পৃথিবীতে নিয়ে আসে শয়তানদের রাজা। তখন এটার দাম ছিল আকাশচুম্বী। সবার আগে প্রেস্টার জন কেনেন বোতলটা। কয়েক মিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে। কিন্তু সবার তো আর অত টাকা নেই। ফলে পড়ে গেল ওটার দাম। তাছাড়া কম দামে বেচতে না পারলে লাভ নেই। যে দামে কিনেছ সে দামে বেচে দিলে আবার তোমার কাছেই ফিরে আসবে বোতল। পোষা কবুতরের মত। গত কয়েক শতাব্দীতে নামমাত্র দামে এসে ঠেকেছে ওটা। নব্বই ডলার দিয়ে আমি কিনেছি বোতলটা। আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে। খুব বেশি হলে ঊননব্বই ডলার নিরানব্বই সেন্টে বোতলটা বিক্রি করতে পারব আমি। তার একচুল এদিক ওদিক করা চলবে না। তাছাড়া কাউকে ঠকিয়ে বেচে দিলেও কাজ হবে না। তাহলে আবার আমার ঘাড়ে এসে চাপবে ওটা। মোদ্দা কথা, এ বোতল বেচে লাভ করতে গেলেই মরণ। সমান দামও নেয়া চলবে না। কমে বেচতে হবে। এবং ক্রেতাকে সব খুলে বলতে হবে।'

'বেচে দিলেই পারেন। কে মানা করেছে?' প্রশ্ন করল কিউই।

'বেচতে পারলে কি আর বসে থাকতাম? কিন্তু কি করব, কেউ যে আমার কথা বিশ্বাস করতে চায় না। বলে বুড়োর মাথা খারাপ। আমাকে এড়িয়ে চলে সবাই। তুমি নতুন লোক দেখে সাহস করে ডাকলাম।'

'আপনি যে সত্যি কথা বলছেন তার প্রমাণ কি?' জিজ্ঞেস করল কিউই।

'প্রমাণ এখনই পাবে। তোমাকে দেখে হঠাৎই বুদ্ধিটা এল মাথায়,' জবাব দিল বুড়ো। 'পঞ্চাশ ডলার দিয়ে বোতলটা কিনে নাও। শয়তানটাকে হুকুম কর তোমার টাকা ফিরিয়ে দেয়ার জন্যে। তারপর দেখ। ফেরত পাবেই।'

'ঠকাচ্ছেন না তো?' মিন মিন করে প্রশ্ন করল কিউই।

কসম কাটল বুড়ো।

'ঠিক আছে। বিশ্বাস করলাম,' কিউই বলল। টাকা দিয়ে দিল বুড়োকে। বুড়ো দিল বোতল।

'বোতল শয়তান,' ডাকল কিউই, 'আমার পঞ্চাশ ডলার ফিরিয়ে দাও।'

কথা ক'টা উচ্চারণ করার সাথে সাথেই আবার ভারী হয়ে উঠল ওর পকেট। এসে গেছে পঞ্চাশ ডলার।

'নাহ্, সত্যিই দারুণ জিনিস,' এবার স্বীকার করল কিউই।

'দেখলে তো? বিশ্বাস হল এবার? নিশ্চিন্তে বোতলটা নিতে পার তুমি,' বলল বুড়ো।

কিউই-র বিশ্বাস হলেও ভয় কাটেনি। 'এটা নিয়ে যদি বিপদে পড়ি?' বলল সে।

'বেশি লোভ না করলেই হল। বিপদে পড়বে না, আর যদি বিপদে পড়েই যাও তবে আমার কাছে ফিরে এস। আমি বোতলটা আবার কিনে নেব।'

বুড়োর কথা এবার আর অবিশ্বাস করতে পারল না কিউই। বোতলটা টেবিল থেকে তুলে নিল সে।

'তুমি আমাকে বাঁচালে, বাবা। কি বলে যে তোমাকে ধন্যবাদ জানাব–ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।' কৃতজ্ঞতা ঝরে পড়ল বুড়োর কণ্ঠে।

বুড়োর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল কিউই। বোতল বগলদাবা করে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভাবল, 'বোতলের কথা সব সত্যি হলে জিতেছি বলা যায়। দেখি তো।'

প্রথমেই পকেটের টাকাগুলো গুনে দেখল সে। ঠিক যা ছিল তাই রয়েছে। ঊনপঞ্চাশটা আমেরিকান ডলার আর একটা চিলি পিস। 'বুড়ো মিথ্যে বলেনি তাহলে,' ভাবল সে।

তবু সন্দেহ পুরোপুরি দূর হচ্ছে না তার। সে ভাবল এবার অন্য কিছু পরীক্ষা করে দেখা যাক। শহরের এ অঞ্চলের রাস্তাগুলো ঝকঝকে তকতকে, পরিষ্কার। তাছাড়া ভরদুপুর বলে লোকজনের টিকিটিও দেখা যাচ্ছে না। কিউই বোতলটা রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখে দ্রুত পা চালাল। দুবার পিছু ফিরে চাইল সে। নাহ্, যেখানে রেখেছে ঠিক সেখানেই

রয়েছে বোতলটা। 'যাক বাবা, বাঁচা গেল!' ভাবল সে। শেষবারের মত বোতলটা দেখে নিয়ে মোড় ঘুরল কিউই, কিন্তু বেশিদূর আর যাওয়া হল না তার। কি যেন গুঁতো মারছে কনুইতে। চেয়ে দেখে বোতল বাবাজী হাজির হয়ে গেছে। বোতলের লম্বা গলাটা সেঁটে রয়েছে কনুইয়ের সঙ্গে। আঠার মত। আর গোল পেটটা ঢুকে বসে আছে কোটের পকেটে।

'বুড়োর কথাই ঠিক। বোতল কম দামে না বেচা পর্যন্ত মুক্তি নেই,' আনমনে বলল সে।

সহজে হাল ছাড়বার পাত্র নয় কিউই। আরও প্রমাণ চাই তার। দোকান থেকে এবার ছিপি খোলার যন্ত্র কিনল ও। তারপর মাঠের নির্জন এক কোণে চলে গেল। যন্ত্রটা দিয়ে বোতলের ছিপি খোলার বহু চেষ্টা করল সে। কিন্তু তার সব পরিশ্রমই পানিতে গেল। ছিপি খুলল না। যেমনকার ঠিক তেমনি রইল।

'এ আবার কোনদেশী ছিপিরে, বাবা,' বলল কিউই। হাত পা কাঁপতে লাগল তার। ঘেমে নেয়ে উঠল সে। বোতলের অদ্ভুত আচরণে প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে। খানিক বাদে সামলে নিয়ে হাঁটা ধরল।

বন্দরে ফেরার পথে একটা দোকান চোখে পড়ল তার। বিভিন্ন দ্বীপ থেকে সংগৃহীত নানা ধরনের টুকিটাকি জিনিস বিক্রি করছে এক লোক। তাকে দেখে কিউই-র মাথায় নতুন এক বুদ্ধি খেলল। দোকানে ঢুকল সে। দোকানির কাছে একশো ডলারে বেচতে চাইল বোতলটা। লোকটা তো প্রথমে হেসেই খুন। বলল বড় জোর পাঁচ ডলার দিতে পারে সে।

তবে বোতলটা যে অদ্ভুত তাতে কোন সন্দেহ রইল না লোকটার মনে। এমন কাঁচ কখনও চোখে পড়েনি তার। দুধ সাদা কাঁচের বোতলে অন্য রঙগুলো কি চমৎকার ভাবেই না খেলে বেড়াচ্ছে। ভেতরে আবার ছায়ার মত কি যেন ভাসছে। সব দেখে লোভ সামলাতে পারল না দোকানি। শেষমেশ ষাট ডলারে রফা হল। বোতলটা কিনে নিল সে। জানালার পাশে যে শেলফটা রয়েছে, তার তাকে রেখে দিল ওটা।

'আবার দেখব বুড়োর কথা সত্যি কিনা,' ভাবল কিউই। 'পঞ্চাশ ডলারে বোতল কিনে ষাট ডলারে গছিয়ে দিয়েছি। ভালই লাভ করেছি। তবে বুড়োর কথামত বোতল ফিরে এলে আর কোন সন্দেহ থাকবে না

আমার।'

সুতরাং জাহাজে নিজের কেবিনে গিয়ে বসে রইল কিউই। মনে সন্দেহ। বোতলটা হয়ত না-ও ফিরতে পারে। এভাবে কেটে গেল বেশ কিছুক্ষণ।

হঠাৎ একটা জিনিস বার করার জন্যে সিন্দুক খুলেই দেখতে পেল সেখানে বোতলটা জাঁকিয়ে বসে রয়েছে। আসলে কিউই জাহাজে ফিরে আসার আগেই পৌঁছে গেছে বোতলটা। 'বুড়ো তো ভাল আপদ গছিয়ে দিয়েছে,' ভাবল সে। তবে বুড়োর কথা যে সত্যি তাতে কোন সন্দেহ রইল না তার।

লোপাকা নামে কিউই-র এক নাবিক বন্ধু আছে। এ জাহাজেই রয়েছে সে। একসাথেই এসেছে ওরা। এ সময় কিউই-র কেবিনে এল লোপাকা।

ওকে সিন্দুক খুলে অবাক হয়ে চেয়ে থাকতে দেখে বলল, 'কি দেখছ অমন করে?'

বোতলটা বার করে লোপাকাকে দেখাল কিউই। খুলে বলল সব ঘটনা। বোতলের ক্ষমতার কথাও বাদ দিল না।

'বড় অদ্ভুত কথা শোনালে,' সবশুনে বলল লোপাকা।

'আমার ভয় করছে,' বলল কিউই। 'তখন বুড়োর কথায় গলে গিয়ে কিনে ফেলেছিলাম। এখন এটা নিয়ে কি করি বল তো।'

'অত চিন্তা করছ কেন! বুড়ো তো বোতল ফেরত নেবে বলেছেই। ওর কাছে আবার বেচে দিয়ে এস গে,' পরামর্শ দিল লোপাকা।

'না, বুড়ো মানুষটাকে আর বিপদে ফেলতে চাই না। বেচারা আজ আছে কাল নেই। ঈশ্বর না করুন বোতল বেচার আগে পটল তুললে চিরতরে ওকে আগুনে পুড়ে মরতে হবে। তারচেয়ে বরং আমিই রেখে দিই। বেচে দেব কারও কাছে,' কিউই বলল।

'আমার কাছে বেচতে পার,' লোপাকা বলল, 'তবে তার আগে প্রমাণ চাই। শয়তানটা তার ক্ষমতা দেখাতে পারলে বোতলটা আমিই কিনব। জানই তো একটা স্কুনার কেনার ইচ্ছে আছে আমার। বহুদিনের শখ। ওটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ব আমি। দ্বীপ-দ্বীপান্তরে ঘুরে বেড়াব। ব্যবসা করব।'

'আমার চিন্তা ভাবনা আবার অন্যরকম,' কিউই বলল। 'কোনা উপকূলে চমৎকার একটা বাগান বাড়ি চাই আমার। যার প্রতিটা ঘরে

খেলা করবে রোদ। বাগানে ফুটে থাকবে রঙিন সব ফুল। জানালায় লাগানো থাকবে দামি কাঁচ। দেয়ালে দেয়ালে ছবি ঝুলবে। মেঝেতে পাতা থাকবে পুরু কার্পেট। তিনতলা হবে বাড়িটা। রাজ প্রাসাদের মত ব্যালকনিতে রোজ বিকেলে বসে থাকব। কোন চিন্তা থাকবে না আমার। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন নিয়ে নিশ্চিন্তে দিন কাটাতে পারব ও বাড়িতে। সে সঙ্গে প্রচুর টাকা থাকলে তো কথা-ই নেই।'

কিউই-র কথা শুনে বুদ্ধি বাতলে দিল লোপাকা। বলল, 'চল, হাওয়াই-এ ফিরে যাই। বোতলটা নিয়ে যাব সাথে করে। তোমার কথা সত্যি হলে ওটা কিনে নেব আমি। স্কুনার চাইব শয়তানটার কাছে।'

দু'জনে হাওয়াই ফিরে যেতে মনস্থ করল। পরদিন জাহাজে চেপে রওনা দিল ওরা। চলছে তো চলছেই। পথ যেন আর ফুরায় না। শেষমেশ বোতলসহ ফিরে এল হনলুলুতে। জাহাজ বন্দরে ভেড়ার সাথে সাথেই এক পুরানো বন্ধুর সাথে দেখা হয়ে গেল ওদের।

'তোমার জন্যে একটা সুখবর আছে,' হাসিমুখে কিউইকে বলল বন্ধুটি।

'কি সুখবর? শিগগির বল,' ব্যস্ত হয়ে বলল কিউই।

'তুমি শোননি? তোমার চাচা উইল করেছেন। কোনা উপকূলে তাঁর যে জমি রয়েছে সমস্তই পাবে তুমি। তাঁর জীবদ্দশাতেই,' বলল সে।

'বল কি! তবে তো এক্ষুণি চাচার সঙ্গে দেখা করতে হয়,' কিউই আনন্দে আটখানা।

'সেজন্যে কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে তোমাকে। তোমার চাচা দেশভ্রমণে বেরিয়েছেন। শেষ বয়সটা ঘুরে ফিরেই কাটাতে চান তিনি। চমকে দেবেন বলে তোমাকে কিছুই জানাননি। এই তো, দিন দশেক হল রওনা দিয়েছেন।'

'এখন তবে বাড়ি বানানো বাকি রইল,' লোপাকা বলল।

'হ্যাঁ, কিন্তু টাকা পাব কোথায়?' উদ্বিগ্ন মুখে বলল কিউই।

'তুমি তোমার চাচার উকিলের সঙ্গে দেখা কর গিয়ে। তিনি হয়ত উপায় বাতলে দিতে পারবেন,' বলল বন্ধুটি।

'ঠিক বলেছ,' সায় দিল কিউই আর লোপাকা। উকিলের কাছে গেল ওরা দু'জন। উকিল জানালেন কিউই-র চাচা ওর জন্যে ব্যাংকে বেশ কিছু টাকা রেখেছেন। তাঁর ইচ্ছে কিউই যেন কোনা উপকূলে চমৎকার একটা বাড়ি বানায়।

একথা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল ওরা। চাচা-ভাইপোর ইচ্ছের কি অদ্ভুত মিল।

'বাড়ি বানাবার টাকা তো পেয়েই গেলে,' উত্তেজিত হয়ে বলল লোপাকা।

'বাড়ি বানাবার কথা ভাবছেন আপনারা?' জিজ্ঞেস করলেন উকিল। 'ভাল একজন আর্কিটেক্টের কার্ড আছে আমার কাছে। দারুণ সুনাম তাঁর।'

'তাহলে তো কথাই নেই,' বলল লোপাকা। 'সব কিছু হয়ে যাচ্ছে পানির মত। চল, আর্কিটেক্টের সঙ্গে দেখা করি আমরা।'

ব্যাংকে একবার ঢুঁ মেরে ওরা দু'জনে গেল আর্কিটেক্টের কাছে। গিয়ে দেখে টেবিলের ওপর বিভিন্ন ধরনের বাড়ির নকশা বিছিয়ে বসে রয়েছেন তিনি।

ভদ্রলোক সব শুনে বললেন, 'নতুনত্ব চান? দেখুন এটা পছন্দ হয় কিনা।' কিউই-র হাতে একটা নকশা তুলে দিলেন তিনি।

নকশাটা চোখের সামনে মেলে ধরেই চিৎকার করে উঠল কিউই। এ যে তার কল্পনার সেই নকশা, ঠিক এভাবেই বানাবে বাড়িটা, ভেবে রেখেছে সে।

'এই নকশাটা নেব আমি। এটা দেখেই বাড়ি বানাব। মনের মত একটা বাড়ি পেলে আর কিছু চাই না আমার,' ভাবল সে।

কিউই আর্কিটেক্টকে তার মনের সব ইচ্ছেগুলো জানিয়ে দিল। দরজা-জানালা কেমন হবে, বাগানটা কোথায় থাকবে, ছবিগুলো কোন্ ঘরে টাঙাতে হবে সবই জানাল। অবশেষে আর্কিটেক্টকে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করে বসল সে, 'বাড়িটা বানাতে মোটমাট কত পড়বে?' ব্যাংকে ওর কত টাকা আছে জানাল কিউই।

আর্কিটেক্ট ওকে নানা প্রশ্ন করলেন। বহু হিসেব নিকেষ কষে যা জানালেন তার দশভাগের এক ভাগও নেই ব্যাংকে।

কিউই হতাশ ভঙ্গিতে চাইল লোপাকার দিকে। কিউই-র চোয়াল ঝুলে পড়েছে। 'ভেব না। টাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে,' কিউইকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল লোপাকা। কিউই ভেবে পেল না লোপাকা এত নিশ্চিত হচ্ছে কি করে।

আর্কিটেক্টের কাছ থেকে বিদায় নিল ওরা। লোপাকা তাঁকে বলল, 'শিগগিরই আবার আসছি আমরা। আপনি কাজ শুরু করুন।'

বাইরে বেরিয়ে লোপাকা বলল, 'তুমি এত ভেঙে পড়ছ কেন? বোতলটার কথা ভুলে গেছ? একবার চেয়েই দেখ না, টাকা হয়ত শয়তানটাই জোগাবে।'

'তাই তো, বোতলের কথাটা তো মনেই আসেনি,' উত্তেজিত হয়ে উঠল কিউই।

দু'জনে বাড়ি না ফিরে চলে এল নির্জন এক রাস্তায়। তারপর কোটের পকেট থেকে বোতলটা বার করল কিউই। আস্তে করে ডাকল, 'বোতল শয়তান, আমার টাকা চাই। অনেক টাকা। যে টাকা প্রাসাদের মত একটা বাড়ি বানাবার পরও ফুরোবে না।'

মুহূর্তেই কিউই-র কোট-প্যান্টের পকেটগুলো অসম্ভব ভারী হয়ে উঠল। টাকা। তারপর রাস্তার ওপরই পড়তে লাগল টাকার বাণ্ডিল। লোপাকা আর কিউই দু'জন মিলে কুড়োতে কুড়োতে হাঁপিয়ে উঠল। একসময় থেমে গেল টাকার বৃষ্টি। ওরা বুঝল এসে গেছে প্রয়োজনীয় টাকা।

দু'জনে তক্ষুণি আবার ফিরে এল আর্কিটেক্টের কাছে। তাঁর সঙ্গে চুক্তি করল কিউই। বাড়ির সব খরচ মিটিয়ে দিল। তারপরও প্রচুর টাকা রয়ে গেল তার কাছে। এক সঙ্গে এত টাকা দেখে আর্কিটেক্টের তো চক্ষু চড়কগাছ। এত অল্প সময়ে এত টাকা কোত্থেকে এল ভেবে পেলেন না তিনি। জিজ্ঞেস করতে যাওয়াটাও অভদ্রতা। ফলে কৌতূহল মনে চেপেই রইলেন।

ক'দিন পর লোপাকা আর কিউই আবার বেরিয়ে পড়ল সমুদ্র-যাত্রায়। এবারের গন্তব্য অস্ট্রেলিয়া। ওরা ঠিক করল বাড়িটা বানানোর ব্যাপারে দু'জনের কেউই মাথা ঘামাবে না। আর্কিটেক্ট আর বোতল শয়তান নিজেদের ইচ্ছেমতই বানাক বাড়িটা। ওদের ওপর পূর্ণ আস্থা রয়েছে এদের দু'জনের।

বেশ কিছুদিন বাদে ওরা ফিরে এল অস্ট্রেলিয়া থেকে। এসে দেখে কোনা উপকূলে চমৎকার এক প্রাসাদ দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওদের বুঝতে বাকি রইল না বাড়িটা কার। ঘুরে ঘুরে পুরো বাড়িটা দেখল ওরা। কিউই যা যা চেয়েছিল সবই রয়েছে বাড়িটায়। যথাস্থানে।

পাহাড়ের কোল ঘেঁষে বানানো হয়েছে বাড়িটা। জাহাজ থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। তিনতলা বাড়ি, বিশাল সব ঘর। ব্যালকনি রয়েছে।

সামনে ফুলের বাগান। ফল বাগানও রয়েছে। জানালায় স্বচ্ছ কাঁচ। কারুকাজ করা আসবাবপত্র বহুগুণ বাড়িয়ে তুলেছে ঘরগুলোর সৌন্দর্য। বিভিন্ন ধরনের ছবি ঝুলে রয়েছে দেয়ালে। ওগুলোর ফ্রেম সোনার তৈরি। ব্যালকনিগুলো এত বড় যেন একেকটা আস্ত শহর এঁটে যাবে ওগুলোর প্রত্যেকটার মধ্যে। কিউই ভেবে পেল না কোন্ দিকটা বেশি সুন্দর। সামনেটা নাকি পেছনটা।

বাড়ি দেখা শেষ হলে বারান্দায় গিয়ে বসল ওরা।

'তোমার মনের মত হয়েছে?' প্রশ্ন করল লোপাকা।

'আমি মনে মনে যা চেয়েছিলাম বাড়িটা তারচেয়ে অনেক বেশি সুন্দর।'

'তোমার ইচ্ছে তো পূরণ হল। এবার আমার একটা কথা রাখবে?' বলল লোপাকা।

'অবশ্যই রাখব,' বলে বসল কিউই।

'আমি শয়তানটাকে নিজের চোখে একবার দেখতে চাই। তুমি ওকে দেখা দিতে বল।'

'অসম্ভব। আমি ওর কাছে আর কিছু চাইব না। আমার বিপদ হবে।'

'তুমি তো কোন সুযোগ সুবিধা চাইছ না। কেবল একবার দেখে কৌতূহল মেটাবে, ব্যস। ওকে হুকুম কর।'

কিউই তবু দ্বিধা করতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত লোপাকার অনুরোধ ফেলতে পারল না সে। 'আসলে আমার নিজেরও প্রচণ্ড কৌতূহল রয়েছে। দেখি মেটে কিনা।' তারপর ডাকল, 'বোতল শয়তান, দেখা দাও একবার।'

কথাটা শোনামাত্রই বোতলের বাইরে বেরিয়ে এল একটা মাথা। ঢুকে গেল তক্ষুণি আবার। অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে!

কিউই আর লোপাকা বসে রইল মূর্তির মত। ঘটনার আকস্মিকতায় যেন বোবা হয়ে গেছে ওরা। রাত গভীর হতে হুঁশ ফিরল ওদের।

'বোতলটা আমার চাই। এই শয়তানই পারবে আমার ইচ্ছে পূরণ করতে। একটা স্কুনার পেয়ে গেলেই বেচে দেব ওটা। যত দ্রুত সম্ভব। সত্যি কথা বলতে লজ্জা নেই, শয়তানটা বড্ড ভয় পাইয়ে দিয়েছে আমাকে,' বলল লোপাকা।

বোতল বেচার জন্যে কিউই তখন এক পায়ে খাড়া। কিম্ভূত জিনিসটা প্রচণ্ড ভয় পাইয়ে দিয়েছে তাকেও। ফলে লোপাকার কাছে তক্ষুণি বোতল বেচে দিল সে।

'লোপাকা,' টাকা বুঝে পেয়ে বলল কিউই, 'কিছু মনে কোরো না, ভাই। তোমাকে যে এখন চলে যেতে হবে। এত রাতে তোমাকে একা ছাড়া ঠিক নয় বুঝতে পারছি। কিন্তু কি করব বল। শয়তানটাকে দেখার পর থেকে আর কিছু ভাল লাগছে না আমার। ওটা দূর হয়ে গেলে তবে স্বস্তি পাব আমি। তোমাকে একটা লণ্ঠন দিচ্ছি। বোতলটা রাখার জন্যে ঝুড়িও দেব। তুমি বোতল নিয়ে শিগগির চলে যাও, ভাই। রাতটা অন্য কোথাও কাটিয়ে দিয়ো।'

'কিউই,' লোপাকা বলল, 'আর কেউ হলে তোমার ব্যবহারে দুঃখ পেত। বোতল কিনে নিয়ে তোমাকে বাঁচালাম আমি। আর তুমি কিনা এই রাত দুপুরে আমাকে তাড়িয়ে দিতে চাইছ! শয়তানের বোতল নিয়ে গোরস্থানের পাশ দিয়ে যেতে হবে। বাবারে! তোমাকে আমি দোষ দিচ্ছি না। কারণ ভয় আমিও পেয়েছি। ঠিক আছে, চলি।'

'তুমি আমার ওপর রাগ কোরো না, ভাই। আমাকে মাফ করে দিয়ো,' কিউই অনুনয় করল।

'না না, রাগ আমি করিনি। তোমার জায়গায় হলে আমিও হয়ত একই কাজ করতাম। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তুমি সুখে থাক, আর আমার ইচ্ছে যেন পূরণ হয়। মৃত্যুর পর যেন স্বর্গে আমাদের দেখা হয়, বন্ধু। বোতল শয়তান যেন তাতে বাদ সাধতে না পারে।'

লোপাকা বেরিয়ে গেল বাইরে। ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াল কিউই। লণ্ঠন হাতে রাস্তা ধরে হেঁটে চলেছে লোপাকা। এখন ঠিক গোরস্থানের সামনে দিয়ে যাচ্ছে সে। বন্ধুর জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করল কিউই। সারা শরীর কাঁপছে তার। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাল বোতল শয়তানের কবল থেকে তাকে মুক্ত করার জন্যে। গোরস্থানটা পেরিয়ে গেল লোপাকা। মোড় ঘুরল। মিলিয়ে গেল লণ্ঠনের আলো। ঘরে ফিরে এল কিউই।

পরদিন ঝলমলে রোদ উঠল। বাড়িটার শোভা বাড়িয়ে দিল বহুগুণ। চেয়ে চেয়ে কেবল অবাক হতে লাগল কিউই। ভয়-ডর সব কোথায় পালিয়ে গেল তার। মনের সুখে ও বাড়িতে দিন কাটাতে লাগল সে। পেছন দিকটাতে থাকে ও। ওখানেই খায়, ঘুমোয়. কাগজ

পড়ে। কেউ এলে ঘরে নিয়ে যায় সে। সব ঘুরিয়ে দেখায়।

সবার মুখে এখন কিউই-র বাড়ির নাম। একজন চীনা কাজের লোক রেখে দিয়েছে সে। পুরো বাড়িটা ঝেড়ে মুছে ঝকঝকে তকতকে করে রাখাই তার কাজ।

এভাবে কেটে গেল বেশ কিছুদিন। তারপর একদিন কিউই কাউলুয়া-তে বেড়াতে গেল। তার বেশ কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব রয়েছে ওখানে। থাকল সেরাতটা। পরদিন সকালে উঠেই বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিল সে। বাড়ির জন্যে তার মন কেমন করছে। ফলে ঘোড়ায় চেপে বসল ও। ফিরে চলল বাড়ির পথে। তখন সবে বিকেল হয়েছে। বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে দেখে এক সুন্দরী তরুণী সমুদ্রে গোসল করছে। মেয়েটিকে দেখামাত্রই ঘোড়ার রাশ টেনে ধরল কিউই।

'তুমি কে?' প্রশ্ন করল সে, 'তোমাকে তো চিনলাম না!'

'আমি ককুয়া। আমার বাবার নাম কিয়ানো,' বলল মেয়েটি। ওর দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চাইল, 'আপনি কে?'

'বলছি,' কিউই বলল। লাফিয়ে নামল ঘোড়া থেকে। 'একটু অপেক্ষা কর। তার আগে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দাও দেখি। তুমি কি বিবাহিতা?'

ওর কথা শুনে শব্দ করে হেসে উঠল ককুয়া। 'প্রশ্নটা তো আমারও,' বলল সে। 'আপনি নিজে বিয়ে করেছেন?'

'না, ককুয়া,' জবাব দিল কিউই। 'সত্যি কথা বলতে কি তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগ পর্যন্ত ও নিয়ে ভাবিনি আমি। তোমার চেয়ে সুন্দরী মেয়ে কখনও চোখে পড়েনি আমার। আমি তোমার প্রেমে পড়ে গেছি, ককুয়া। তোমাকে বিয়ে করতে চাই। তোমার আপত্তি থাকলে বলে দাও, আমি চলে যাচ্ছি। আর রাজি থাকলে বল, কাল তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলব আমি।'

কোন কথা বলল না ককুয়া। কেবল সাগরের পানে চেয়ে মুচকি হাসল।

'ককুয়া,' কিউই বলল, 'মৌনতাই সম্মতির লক্ষণ। আমি কি তবে ধরে নেব তুমি রাজি? তবে চল তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করি গিয়ে। এক্ষুণি।'

কিউইকে ফেলে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেল ককুয়া। মুখে রা নেই। বার কয়েক পেছন ফিরে তাকাল কেবল। আবার সরিয়ে নিল

দৃষ্টি। দ্রুত। কি আর করা। বাধ্য হয়ে ওকে অনুসরণ করল কিউই।

এভাবেই ককুয়াদের বাড়িতে পৌঁছে গেল ওরা। কিউইকে আসতে দেখে কিয়ানো বেরিয়ে এলেন বারান্দায়। সাদরে ডেকে নিয়ে গেলেন ভেতরে। কিউইকে ভালমতই চেনেন তিনি। ওর বাবা খাতির করছেন দেখে মেয়েটি চাইল কিউই-র দিকে। বুঝল এই সেই লোক। যার চমৎকার একটা বাড়ি রয়েছে কোনা উপকূলে। ও বাড়িটার যে কত প্রশংসা শুনেছে তার ইয়ত্তা নেই।

সেদিন সন্ধেটা চমৎকার কাটল ওদের। ককুয়ার মা-ও এসে জুটলেন ওদের সঙ্গে। চারজনে চুটিয়ে আড্ডা মারল। বাবা-মার সামনে খুব একটা কথা হল না ওদের দু'জনার। তবে যেটুকু হল তাতেই আরও বেশি মুগ্ধ হল কিউই। মেয়েটি চালাক-চতুর, কোন সন্দেহ নেই।

পরদিন আবার ককুয়াদের বাড়িতে গেল কিউই। ওর বাবার সঙ্গে গল্প করল খানিক। তিনি আজ আর বাদ সাধলেন না। ফলে ককুয়ার সঙ্গে একান্তে কথা বলার সুযোগ পেল কিউই।

'ককুয়া,' বলল সে, 'তুমি চাইলে এখনও আমাকে ফিরিয়ে দিতে পার। আমি কিছু মনে করব না। মনের দুঃখ মনে চেপেই রইব। কাল সাগর পারে তোমাকে আমার পরিচয় দিইনি কারণ আমি বুঝতে চেয়েছিলাম তুমি আমাকে চাও নাকি আমার বাড়ি। এখন তো তুমি সবই জেনে ফেলেছ। আমাকে ফিরিয়ে দেবে?'

'না,' গম্ভীর মুখে বলল ককুয়া।

আর কোন প্রশ্ন করার সাহস পেল না কিউই।

ককুয়ার সম্মতি পেয়ে গেল সে। সবকিছু বড় দ্রুত ঘটে গেল।

ওদিকে ককুয়ার মাথায় এখন কেবল একটি চিন্তাই ঘুরপাক খাচ্ছে। সুখী হতে হবে। কিউইকেও সুখী করতে হবে। সমুদ্র তীরে প্রথম দর্শনেই ভাল লেগে গিয়েছিল যুবকটিকে। তখন থেকে এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারেনি ওর কথা। এত অল্প সময়ে ওকে এত বেশি ভালবেসে ফেলেছে ককুয়া যে প্রয়োজন পড়লে বাবা-মা, সবাইকে ছেড়ে ওর কাছে চলে যাবে সে। কিন্তু ভাব ভঙ্গিতে এসবের কিছুই সে বুঝতে দেয়নি কিউইকে।

ঘোড়ায় চেপে বাড়ি ফিরে চলল কিউই। সে কী আনন্দ তার।

খুশিতে ভরে গেছে মন। সারাটা পথই গান গেয়ে পেরোল সে। বাড়ি যখন ফিরে এল তখনও গান থামেনি। ব্যালকনিতে বসে পেট পুরে খেল কিউই। ওর চীনা কাজের লোকটি ওর ফুর্তির কারণ বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। মালিকের আজ এত কিসের আনন্দ মাথায় আসছে না তার।

সূর্য ডুবে গেল সমুদ্রে। আঁধার নেমে এল। কিউই-র ব্যালকনিতে জ্বলে উঠল প্রদীপ। কিউই ওখানে পায়চারি করল আর গলা ছেড়ে গান গাইল। ওর গান শুনে জাহাজের নাবিকরা পর্যন্ত অবাক বনল। ওরা বলাবলি করল, বড় মিষ্টি গলা লোকটির।

'পানি গরম কর। গোসল করব,' কাজের লোকটিকে বলল কিউই।

লোকটি যখন পানি গরম করার জন্যে নিচে নেমে এল তখনও গান গেয়ে চলেছে কিউই। পানি গরম হলে সে মনিবকে ডেকে আনল। বাথরুমে ঢুকে বাথটাবে পানি ভরার সময়ও কিউইকে গান গাইতে শুনল সে।

কিন্তু তার খানিক বাদেই হঠাৎ থেমে গেল গান। বেশ কিছুক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে চুপ করে অপেক্ষা করল কাজের লোকটি। তারপর চিৎকার করে জানতে চাইল মনিবের কোন অসুবিধে হচ্ছে কিনা।

ভেতর থেকে জবাব এল, 'সব ঠিক আছে। তুমি যাও।'

কিন্তু আসলে ঠিক নেই। ফলে গান থেমে গেছে ও বাড়িতে।

আসল ঘটনা হচ্ছে, গোসল করার জন্যে কাপড় খুলতেই কিউই দেখে তার শরীরে সাদা একটা দাগ। ঠিক যেন ছাতা পড়া ছোট একটা পাথর। আর বুঝতে বাকি রইল না কিউই-র, কুষ্ঠ হয়েছে তার।

এই রোগ হওয়া যে-কারও জন্যেই চরম দুর্ভাগ্য। আর যে প্রেমে পড়েছে, শীঘ্রিই বিয়ে করতে যাচ্ছে তার জন্যে তো কথাই নেই। তার মানে প্রেমিকা, এত সুন্দর বাড়ি, বন্ধু-বান্ধব সব ছেড়ে চলে যেতে হবে মলোকাইতে। কুষ্ঠরোগীদের আশ্রমে। কিউই-র মনের সব ইচ্ছেগুলো কাঁচের মত ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

খানিকক্ষণ বাথটাবে চুপ করে বসে রইল কিউই। ঘটনার আকস্মিকতায় থমকে গিয়েছিল সে। তারপর কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে এল বাইরে। নিজেকে প্রশ্ন করল: 'আমি কি দোষ করেছি যে ঈশ্বর আমাকে এতবড় শাস্তি দিলেন? কেনইবা ককুয়ার সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দিলেন তিনি? ওকে আমি আর কোনদিন বিয়ে করতে পারব

না। কোন্ মুখে ওর কাছে যাব আমি? ওর সুন্দর হাতে কখনও হাত রাখতে পারব না। এ দুঃখ আমি রাখি কোথায়?'

সারাটা রাত ব্যালকনিতে হেঁটে বেড়াল কিউই। ঘুম পালিয়েছে চোখ থেকে।

ককুয়াকে বিয়ে করে সারা জীবন সুখে স্বচ্ছন্দে কাটানর কথা ভেবেছিল কিউই। এমন্ কঠিন অসুখ হবে স্বপ্নেও কি ভাবতে পেরেছিল সে? এখন অন্য কেউ হয়ত বিয়ে করবে ককুয়াকে। কিন্তু সে কি কিউই-র মত ভালবাসবে তাকে? কিউই যে ওকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবেসে ফেলেছে। কিন্তু এখন আর উপায় কি? ককুয়ার কোন ক্ষতি করতে পারবে না সে। ওকে কিছুতেই বিপদে ফেলতে পারবে না।

রাতে বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে লাগল কিউই। ঘুম আসছে না কিছুতেই। কেটে যাচ্ছে সময়। মাঝরাতের পর বোতলটার কথা হঠাৎ মনে পড়ল ওর। পেছনের বারান্দায় চলে এল সে। ভাবল সেদিনের কথা যেদিন বোতল থেকে উঁকি মেরেছিল শয়তানটা। ভাবনাটা মাথায় আসতেই রক্ত হিম হয়ে গেল ওর।

'বোতলটা ভয়ঙ্কর,' ভাবল কিউই, 'আরও ভয়ঙ্কর ভেতরের শয়তানটা। কিন্তু রোগমুক্ত হবার আর ককুয়াকে বিয়ে করার অন্য কোন উপায় তো দেখছি না। বোতলটাই এখন একমাত্র ভরসা। ককুয়াকে পাওয়ার জন্যে দরকার হলে আবার শয়তানের খপ্পরে যাব।'

পরদিন জাহাজে চাপবে ঠিক করল সে। হনলুলু যাবে। লোপাকাকে খুঁজে বার করতেই হবে। ফিরে পেতে হবে বোতলটা। এছাড়া আর যে কোন উপায় নেই। একদিন যেটা দূর করে দেয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল সেটাই এখন আকুলভাবে ফিরে পেতে চাইছে কিউই।

সারা রাত দু চোখের পাতা এক করতে পারল না সে। কিয়ানোকে চিঠি লিখল। জানাল ক'দিনের জন্যে বাইরে যাচ্ছে। পরদিন বন্দরে এল সে। জাহাজে চাপবে, অন্যান্য লোকেরাও এসে জড়ো হয়েছে এখানে। হনলুলু যাবে সবাই।

একটা দোকানের সামনে ছাউনির নিচে বসে গল্প-গুজব করছে লোকগুলো। ওদের মাঝখানে মনমরা হয়ে বসে রইল কিউই। আগ্রহ বোধ করছে না কোন কিছুতেই। এসময় হঠাৎ বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। ভিজিয়ে দিচ্ছে সব বাড়ি-ঘর। সমুদ্রের ফেনা সজোরে বাড়ি খাচ্ছে

পাথরে। সেদিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল কিউই। এই সাগরের পারেই দেখা হয়েছিল ককুয়ার সঙ্গে! 'দেখা না হওয়াই ভাল ছিল,' ভাবল সে।

'কিউই-র মন ভাল নেই,' বলল একজন। তার কথায় মাথা নাড়ল অন্যেরা। ওদের কথা যেন কানেই যাচ্ছে না ওর। বসে রইল চুপচাপ।

এসময় জাহাজ এল। সবাই গিয়ে উঠল ডেকে। একা এক কোণে গিয়ে চুপটি করে বসে রইল কিউই। তার চোখ চলে গেল ককুয়াদের বাড়ির দিকে। সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে রয়েছে বাড়িটা। লম্বা পাম গাছগুলো চোখে পড়ছে। 'তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না, ককুয়া,' সেদিকে চেয়ে থেকে বলল কিউই।

এভাবে সন্ধে নেমে এল। জ্বলে উঠল কেবিনগুলোর বাতি। যাত্রীরা সব গোল হয়ে কয়েকটা জটলা পাকিয়ে তাস খেলতে বসল। প্রায় প্রত্যেকের হাতেই মদের গেলাস। সারা রাতই তাস খেলল ওরা। আর ওদিকে কিউই একাকী পায়চারি করল ডেকে। সারা রাত।

পরদিন সন্ধে বেলা জাহাজ ভিড়ল হনলুলু বন্দরে। জাহাজ থেকে নেমেই কিউই লোপাকার খোঁজ করতে লাগল। একে ওকে জিজ্ঞেস করল, লোপাকাকে তারা কেউ দেখেছে কিনা।

লোকজনের মুখে জানতে পারল লোপাকা স্কুনার কিনেছে। ওটা নিয়ে চলে গেছে সমুদ্র অভিযানে। সুতরাং লোপাকার সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হল না। মনটা ভেঙে গেল ওর। মাথায় একটাই চিন্তা, ককুয়াকে বোধহয় আর পাওয়া হল না।

কিউই-র হঠাৎ এক উকিলের কথা মনে পড়ল (নাম গোপন রাখছি)। লোপাকার বন্ধু। এ শহরেই থাকেন। তাঁর খোঁজ করতে লোকে জানাল তিনি ইদানীং প্রচুর টাকা কামিয়েছেন। একেবারে আঙুল ফুলে কলাগাছ। প্রাসাদোপম এক বাড়ি বানিয়েছেন। কথাটা শুনে আশান্বিত হয়ে উঠল কিউই। ঠিকানা নিয়ে সেই উকিলের বাড়ির উদ্দেশে রওনা হল সে। তার অনুমান হয়ত সঠিক হতে পারে।

বাড়িটা সবে তৈরি হয়েছে বোঝা যায়। বাগানের গাছগুলো এখনও ছোট-ছোট।

উকিলের সঙ্গে দেখা করতে তিনি বললেন, 'আমি কি করতে পারি বলুন।'

'আমি লোপাকার বন্ধু। ও আমার কাছ থেকে একটা জিনিস কিনেছে। ওটা এখন খুব প্রয়োজন আমার। আপনি কি আমাকে সাহায্য

করতে পারেন এ ব্যাপারে?'

উকিলের মুখ সহসা গম্ভীর হয়ে গেল। 'বুঝতে পারছি আপনি কিসের কথা বলছেন। বোতলটা আমি বেচে দিয়েছি।'

কিউই-র মাথায় হাত উঠে এল। কত আশা নিয়েই না এসেছিল সে। উকিল ওর অবস্থা দেখে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'চিন্তার কিছু নেই। যার কাছে বেচেছি সে কাছেই থাকে। আমি তার নাম-ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছি।'

উকিলকে ধন্যবাদ জানাল কিউই। ঠিকানা নিয়ে চলল সেই লোকের বাড়িতে। গিয়ে শুনল বোতল বেচে দিয়েছে সে-ও। সে যেতে বলল আরেক জায়গায়। এভাবে দিনের পর দিন ঘুরতে লাগল কিউই। তবে যেখানেই যায় সেখানেই চোখে পড়ে প্রাচুর্যের চিহ্ন। সবার নতুন বাড়ি, নতুন ঘোড়ার গাড়ি, পোশাকের চাকচিক্য। সব দেখে কিউই বুঝতে পারল তার অনুসন্ধান ব্যর্থ হবে না।

কিউই ভাবল যারা সুখে আছে, যাদের মুখে হাসি তাদের কাছে গিয়ে লাভ নেই। তারা বোতল শয়তানের কাছ থেকে সব সুযোগ সুবিধা আদায় করে নিয়ে বোতল বেচে দিয়েছে। মুক্তি পেয়েছে। তবে যার মুখে হাসি নেই, সেই বুড়োটার মত মন খারাপ করে বসে রয়েছে সেরকম কারও কাছেই পাওয়া যাবে জিনিসটা।

শেষ পর্যন্ত ঠিকানা নিয়ে বারিতানিয়া স্ট্রীটে এক বাড়িতে গেল সে। এ বাড়িটাও যথারীতি নতুন। ঘরে ঘরে জ্বলছে বৈদ্যুতিক আলো। কিন্তু বাড়ির মালিককে দেখামাত্রই কিউই বুঝতে পারল আসল জায়গায় এসে গেছে সে। ভেতর ভেতর খুশিতে নাচতে লাগল ও। অবশ্য লোকটিকে দেখে ভয়ও পেল। লোকটির বয়স বেশি নয় তবে মড়ার মত ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে তাকে। মনে হচ্ছে সর্বদা মৃত্যু চিন্তায় কাতর। চোখের দৃষ্টিতে আতঙ্কের ছাপ। যেন ভয়ঙ্কর কোন কিছুর জন্যে অপেক্ষা করছে।

'আর ঘুরতে হবে না,' মনে মনে বলল কিউই। তারপর লুকোছাপা না করে বলে ফেলল, 'আমি বোতলটা কিনতে এসেছি।'

কথাটা যেন বিশ্বাসই হয়নি লোকটির। অবাক হয়ে চেয়ে রইল ওর দিকে।

'বোতল!' কোনমতে বলতে পারল লোকটি, 'বোতল কিনতে এসেছেন?' বুকে জড়িয়ে ধরল সে কিউইকে। খানিক বাদে হাত ধরে

টেনে ঘরে নিয়ে গেল। পট থেকে দুটো কাপে কফি ঢালল। একটা এগিয়ে দিল কিউই-র দিকে।

'ধন্যবাদ,' বলল কিউই। 'বোতলটা কিনব আমি। ওটার দাম কত এখন?' প্রশ্নটা শোনামাত্রই লোকটির হাত থেকে কফির কাপটা মেঝেতে পড়ে গেল। তবে ভ্রূক্ষেপ করল না সে। অপ্রকৃতিস্থের মত চেয়ে রইল কিউই-র দিকে।

'দাম!' বলল সে, 'দাম জানা নেই আপনার?'

'না। সেটাই জানতে চাইছি,' জবাব দিল কিউই। 'আপনি এমন করছেন কেন? দামের ব্যাপারে কোন গোলমাল আছে?'

'ওটার আর দাম নেই, মিস্টার কিউই,' বলল লোকটি।

'আমার কাছে আছে। ওটা চাই আমার। দামটা বলুন দয়া করে। আমি তারচেয়ে কমে কিনে নেব।'

'আমি ওটা দু'সেন্ট দিয়ে কিনেছি,' গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলল লোকটি।

'কি বললেন?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল কিউই। 'দু'সেন্ট? ভারমানে এক সেন্টে কিনতে হবে আমাকে। আর কিনলে–' কথা শেষ করতে পারল না কিউই। চোখে সর্ষে ফুল দেখতে লাগল। এক সেন্টের চেয়ে কম দামি মুদ্রা আর নেই। ফলে এখন যে বোতলটা কিনবে সে আর বেচতে পারবে না। চিরতরে নরকের আগুনে পুড়ে মরতে হবে তাকে।

হঠাৎ হাঁটু গেড়ে বসে কিউই-র পা জড়িয়ে ধরল লোকটি। 'ঈশ্বরের দোহাই, বোতলটা কিনুন,' প্রায় কেঁদে ফেলল সে। 'আমার যা আছে সব নিন আপনি। আমাকে বাঁচান। বাধ্য হয়ে বোতলটা কিনেছিলাম আমি। নইলে দেনার দায়ে জেলে যেতাম। এখন মনে হচ্ছে সেই-ই ভাল ছিল।'

'আমি আপনার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি,' কিউই বলল। 'আপনি ভাববেন না, বোতলটা আমি নেব। এছাড়া আমারও আর কোন উপায় নেই।'

এক সেন্ট দিয়ে বোতলটা কিনে নিল কিউই। ওটা হাতে পেয়েই ফিসফিসিয়ে হুকুম করল, 'বোতল শয়তান, আমার কুষ্ঠ সারিয়ে দাও।' যেই না বলা অমনি শরীরে অদ্ভুত এক অনুভূতি হল তার। কিউই বুঝল কাজ হয়ে গেছে।

ওখানে আর দাঁড়াল না সে। বোতল বিক্রেতার কাছ থেকে বিদায়

নিয়ে ফিরে চলল হোটেলে। ঘরে ফিরে প্রথমেই কাপড় খুলে ফেলল সে। তারপর আয়নার সামনে দাঁড়াল। শরীরের কোথাও কোন দাগ চোখে পড়ল না তার। খুশি হয়ে উঠল কিউই। তবে খুশির ভাবটা রইল না বেশিক্ষণ। মাথায় কেবল ঘুরপাক খাচ্ছে একটিমাত্র চিন্তা। কারও কাছে বোতল বেচতে পারবে না সে, পুড়ে মরতে হবে নরকের আগুনে। শিউরে উঠল কিউই।

অনেকক্ষণ বাদে খানিকটা স্বাভাবিক হয়ে এল সে। কিন্তু ঘরে একা বসে থাকতে ভাল লাগছে না। কেমন ভয় ভয় করছে। নিচে হোটেলের বলরুমে নাচ-গান হচ্ছে। ওখানে চলে গেল সে। সমবেত লোকজনকে ফুর্তি করতে দেখে মন অনেকখানি হালকা হল। সে রাতটা বেশ ভালই কাটল ওর।

পরদিন প্রথম জাহাজটাতেই চেপে বসল কিউই। ফিরেই দেখা করল কিয়ানো আর তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে। দু'জনের সম্মতিতে ক'দিন পর বিয়ে করল ককুয়াকে। তারপর স্ত্রীকে নিয়ে চলে গেল নিজের বাড়িতে।

এখন ঘটনা হচ্ছে, ওরা দু'জনে যতক্ষণ এক সঙ্গে থাকে ততক্ষণ সব কিছু ভুলে থাকে কিউই। কিন্তু ও নিজে এক মুহূর্তের জন্যে একা হলেই শয়তান আর নরকের চিন্তা মাথায় ভর করে। কল্পনায় দেখতে পায় অতল এক পিপেতে তার জন্যে তেল গরম করা হচ্ছে। লকলক করছে আগুনের শিখা।

ওদিকে ককুয়া এসবের কিছুই জানে না। সে মনের আনন্দে হেসে খেলে বেড়ায়। গান গায়। পুরো বাড়িটাকে সে মাথায় করে রেখেছে।

কিউই ওর ফুর্তি দেখে আনন্দ পায়। আবার ভবিষ্যতের চিন্তায় ভয়ে কুঁকড়েও যায়। চুপচাপ এক কোণে বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। কাঁদে। কিন্তু ককুয়াকে বুঝতে দেয় না কিছু। ফলে ককুয়া জানে না ওকে পাওয়ার জন্যে কী মূল্য দিতে হয়েছে কিউইকে।

কিন্তু এভাবে কি আর বেশিদিন চলে? ককুয়ার উচ্ছলতা কমে গেল ধীরে ধীরে। এখন তার গান আর শোনাই যায় না প্রায়। এতদিন কিউই একা মন খারাপ করে বসে থাকত। এখন স্বামী-স্ত্রী দু'জনেরই মুখ কালো। দু'জনেই দু'জনকে এড়িয়ে চলে। কেউ কারও সঙ্গে বিশেষ কথা বলে না।

কিউই নিজের দুঃখে এত বেশি কাতর যে ককুয়ার এই আমূল পরিবর্তন তার নজর এড়িয়ে গেল। ওদিকে অভিমানের পাহাড় জমেছে

ককুয়ার বুকে।

কিউই এতসবের কিছুই জানে না। একদিন হঠাৎ ওর কানে কান্নার শব্দ এল। শব্দটা আসছে ব্যালকনি থেকে। কিউই ছুটে গিয়ে দেখে ককুয়া মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে কাঁদছে।

'তুমি কাঁদছ কেন, ককুয়া? কি হয়েছে তোমার?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল কিউই। ওকে টেনে তুলল মেঝে থেকে। মুছিয়ে দিল চোখের পানি।

'বিয়ের আগে সবাই তোমাকে সুখী বলে জানত। কিন্তু আমাকে বিয়ে করার পর থেকে তোমার মুখে হাসি নেই, মনে আনন্দ নেই,' ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল ককুয়া। 'আমি কি তোমাকে কোন কষ্ট দিয়েছি? আমাকে পেয়ে তুমি সুখী নও?'

'অবশ্যই সুখী। আমার চেয়ে সুখী আর কেউ নেই। শোন, ককুয়া,' ওর হাতটা ধরার চেষ্টা করল কিউই। পারল না। ঝটকা মেরে ছাড়িয়ে নিল ককুয়া। 'ককুয়া, শোন,' আবার বলল কিউই, 'তোমার জন্যে আমি সব করতে পারি, করেওছি। সে-সব কথা তোমাকে জানানো দরকার। নইলে তোমার ভুল ভাঙবে না।'

সেই প্রথম থেকে যা যা ঘটেছে সব খুলে বলল কিউই।

'আমাকে তুমি এত ভালবাস? আমার জন্যে তুমি এত সব করেছ?' বলল ককুয়া। জড়িয়ে ধরল স্বামীকে।

'করেছি। তবে নরকের কথা কিছুতেই ভুলতে পারছি না যে,' কিউই বলল।

'তুমি ভেব না, কিউই। যে আমাকে এত ভালবাসে তার জন্যে সব করতে পারি আমি। দরকার পড়লে নিজের জীবন দিয়ে বাঁচাব তোমাকে,' বলল ও।

'এখন আর সে সুযোগ নেই, প্রিয়তমা, আমার নরকভোগ কেউ ঠেকাতে পারবে না,' কিউই বলল।

'তুমি কিচ্ছু জান না,' ককুয়া বলল। 'পুরো পৃথিবীটা তো আর আমেরিকা নয়। এক সেন্টের চেয়ে কম দামি মুদ্রা ইংল্যাণ্ডে আছে। ওরা বলে ফার্দিং। আধ সেন্টের সমান।'

'তবে ইংল্যাণ্ডে গিয়ে সুবিধে হবে না। কারণ আধ সেন্ট দিয়ে বোতল কিনে ক্রেতা আর বেচতে পারবে না। তারচেয়ে বরং ফ্রান্সে যাব আমরা। ওখানে সেন্টাইম নামে ছোট্ট একটা মুদ্রা আছে।

আমাদের এক সেন্টের সমান ওদের পাঁচ সেন্টাইম। সুতরাং চার সেন্টাইম দিয়ে বোতল কেনার লোকের অভাব হবে না। কি, তোমার চিন্তা দূর হল?' কথা শেষ করে জানতে চাইল ককুয়া।
কিউই-র মুখে তখন হাসি ধরছে না। মাথা ঝাঁকাল সে।

পরদিন তৈরি হয়ে নিল ককুয়া। কিউই-র সিন্দুকটা মালপত্রে ঠাসল সে। বোতলটা রাখল এক কোণে। দামি দামি সব কাপড়-চোপড় দিয়ে ভরে ফেলল সিন্দুকটা। এত কাপড়ের কি দরকার জানতে চাইল কিউই। ককুয়া বলল, 'লোকজনকে বোঝাতে হবে আমাদের প্রচুর টাকা। আর সব দিয়েছে বোতল শয়তান। নইলে ওরা বোতল কিনতে চাইবে কেন?'
ওর কথায় সায় দিল কিউই। স্ত্রীর ওপর পূর্ণ আস্থা রয়েছে তার। এতদিনের পুষে রাখা কষ্টটা ককুয়ার কাছে খোলাসা করে দিয়ে অনেকখানি হালকা বোধ করছে এখন সে। নতুন জীবন পেয়েছে যেন। সামনে আশার আলো দেখতে পাচ্ছে।

কদিন সমুদ্র যাত্রার পর ফ্রান্সের তাহিতি দ্বীপে এসে পৌঁছল ওরা।
ককুয়া বলল, 'লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইলে ভাল একটা বাড়ি ভাড়া করতে হবে আমাদের। আর প্রচুর টাকা ওড়াতে হবে।'
'ঠিক বলেছ,' বলল কিউই। স্ত্রীর কথামত ঘোড়ার গাড়ি কিনল সে। অনেক টাকা বেরিয়ে গেল তাতে। অবশ্য সেজন্যে কোন মাথাব্যথা নেই ওদের। ককুয়া সাহসী মেয়ে। কিউই-র মত ভীতু নয়। সে বোতল শয়তানকে যখন তখন হুকুম করতে লাগল। ফলে টাকার অভাব হল না।
ককুয়া ঠিকই বলেছিল। খুব দ্রুত লোকের চোখে পড়ে গেল ওরা। লোকে বলাবলি করতে লাগল হাওয়াই থেকে বিরাট বড়লোক এক দম্পতি এসেছে এখানে। ইচ্ছেমত টাকা ওড়াচ্ছে। গাড়িতে চেপে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দামি দামি পোশাক পরছে। লোকের তাক লেগে গেল।
প্রথমেই ওরা তাহিতির ভাষা শিখে নিল। খুব একটা কষ্ট হল না ওদের। কেননা ভাষাটা প্রায় হাওয়াইয়ান ভাষার মতই, কেবল কিছু অক্ষর আলাদা। ভাষা শিখে নিয়েই বোতল বেচার কাজে লেগে পড়ল ওরা। তবে কাজটা অত সহজ নয়, বুঝতে পারল অল্পদিনেই। যে

বোতলের এত গুণ সেটা ওরা মাত্র চার সেন্টাইমে বেচে দিতে চাইছে বলে কেউই প্রায় বিশ্বাস করল না ওদের কথা। তাছাড়া বোতলের বিপদ সম্পর্কেও জানাতে হয় লোককে। সব শুনে অনেকে বিশ্বাসই করে না, হেসে উড়িয়ে দেয়। অনেকে আবার ভয়ে পিছিয়ে যায়।

অবস্থা এমন দাঁড়াল, ওদের এড়িয়ে চলে সকলে। ছোট ছেলে-মেয়েরা দেখলেই ছুটে পালায়। ওরা কথা বলতে চাইলে বড়রা নানা অজুহাত দেখায়। সরে পড়ে।

হতাশ হয়ে পড়ল ওরা। প্রতিদিন ছোটাছুটির পর রাতে চুপচাপ বসে থাকে বাড়িতে। ক্লান্ত হয়ে। দু'জনের কেউই কথা বলে না। বলতে ইচ্ছেও করে না, মাঝে মাঝেই নীরবতা ভাঙে ককুয়ার কান্নার শব্দ। প্রায়ই ওরা একসঙ্গে প্রার্থনা করে। কখনওবা আবার মেঝেতে বোতলটা রেখে ওটার দিকে চেয়ে বসে থাকে। বোতলের ভেতরকার ছায়ার নড়াচড়া দেখে এক দৃষ্টে।

একরাতে ঘুম ভেঙে গেল ককুয়ার। চোখ মেলে দেখে পাশে কিউই নেই। হঠাৎ কান্নার শব্দ কানে এল তার। বাইরে বেরিয়ে দেখে নিচে উঠনে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদছে কিউই। ব্যথায় মনটা ভরে গেল ককুয়ার। ছুটে কিউই-র কাছে যেতে মন চাইল তার। ওকে সান্ত্বনা দিতে ইচ্ছে করল। কিন্তু নিজেকে সংযত করল সে। স্ত্রীর কাছে সবাই নিজেকে সাহসী পুরুষ হিসেবে প্রমাণ করতে চায়। এ অবস্থায় কিউইকে সান্ত্বনা দিতে গেলে চরম লজ্জা পাবে ও। তাতে ওর দুঃখ বাড়বে বই কমবে না। ফলে ঘরে ফিরে গেল ককুয়া।

'সব কিছুর জন্যে আমিই দায়ী। আমাকে ভালবাসে বলেই এত বড় ঝুঁকি নিয়েছে ও। অভিশপ্ত জীবনের পরোয়া করেনি। ওর ভালবাসার প্রতিদান দেব আমি। দরকার হলে চিরতরে পুড়ে মরব নরকের আগুনে,' ভাবল ককুয়া। কিউইকে বাঁচানর সিদ্ধান্ত নিল সে।

চুপিসারে তক্ষুণি ঘর থেকে বেরিয়ে এল ককুয়া। মুঠোয় তার চারটে সেন্টাইম। রাস্তায় নেমে এসে দেখে কালো মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়েছে চাঁদ। চারদিক নিঝুম। গোটা শহরটাই ঘুমে বিভোর, কোথায় যাবে বুঝতে পারল না সে। ঠিক এসময় কানে এল কাশির শব্দ।

ককুয়া চেয়ে দেখে গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে বুড়ো মত এক লোক।

'আপনি এই শীতের মধ্যে কি করছেন?' বুড়োকে জিজ্ঞেস করল সে।

বুড়ো কাশতে কাশতে যা বলল তার সারমর্ম হচ্ছেঃ তার কেউ নেই। খুব গরীব সে, এ দ্বীপে বেশিদিন হয়নি এসেছে।

'আপনি আমার একটা উপকার করবেন?' মৃদু কণ্ঠে জানতে চাইল ককুয়া। 'মনে করুন আপনার মেয়ে অনুরোধ করছে। আমিও তো আপনার মতই নতুন এখানে। হাওয়াই থেকে এসেছি।'

'ও, তুমিই সেই ডাইনী?' আঁতকে উঠল বুড়ো। 'আমার মত বুড়ো মানুষের ক্ষতি করতেও বাধে না তোমার? না, তোমার কোন ব্যাপারে নেই আমি।'

'আগে আমার কথা শুনুন,' বলল ককুয়া, 'তারপর ভেবে দেখবেন।'

বুড়োকে পুরো ঘটনা খুলে বলল ককুয়া। তারপর বলল, 'আমি নিজে বোতলটা কিনতে চাইলে কিছুতেই বেচবে না ও। কিন্তু আপনি গেলে খুশি মনে বেচে দেবে। আমি আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি এখানে। আপনি দয়া করে চার সেন্টাইম দিয়ে কিনে আনুন বোতলটা। আমি আপনার কাছ থেকে ওটা তিন সেন্টাইমে কিনে নেব। বাবা, এটুকু করুন আমার জন্যে।'

'ঠিক আছে। যাব আমি,' বলল বুড়ো।

'আপনার অনেক দয়া, বাবা,' কৃতজ্ঞতা ঝরে পড়ল ককুয়ার কণ্ঠে।

চার সেন্টাইম নিয়ে বুড়ো চলল কিউই-র কাছে। ওদিকে রাস্তায় একাকী দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঁপতে লাগল ককুয়া।

খানিক বাদে বোতল হাতে ফিরে এল বুড়ো। 'তোমার স্বামী বোতল বেচে বাচ্চা ছেলের মত কেঁদেছে। মুক্তির আনন্দে আজ বড় শান্তিতে ঘুমাবে সে,' ককুয়ার দিকে বোতলটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল বুড়ো।

'কোন সন্দেহ করেনি তো?' প্রশ্ন করল ককুয়া।

'আরে না, ও বোতল বেচেই খালাস,' মৃদু হেসে বলল বুড়ো।

'ওটা আমাকে দেয়ার আগে,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল ককুয়া, 'শয়তানকে বলুন, আপনার কাশি সারিয়ে দেবে।'

'তার দরকার নেই। আজ বাদে কাল যাব কবরে। শয়তানের দয়া চাই না আমার। কিন্তু তুমি বোতলটা নিচ্ছ না কেন? ভয় লাগছে?'

বলল বুড়ো।

'না, তা নয়,' শান্ত কণ্ঠে বলল ককুয়া। 'খুব দুর্বল লাগছে। আমাকে একটা মিনিট সময় দিন।'

গভীর মমতায় ওর দিকে চাইল বুড়ো। 'আমার কোন ভবিষ্যৎ নেই, মা। তোমার আছে। বোতলটা বরং আমিই রেখে দিই,' নরম কণ্ঠে বলল সে।

'ওটা দিন,' দ্রুত বলল ককুয়া। 'এই নিন পয়সা।'

'ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন,' প্রার্থনা করল বুড়ো।

বুড়োর কাছ থেকে বোতলটা কিনে নিল ককুয়া। তারপর ধন্যবাদ জানিয়ে রওনা দিল। কোথায় চলেছে সে, কোন্ রাস্তা ধরে চলেছে কিছুই জানা নেই তার। ককুয়ার মনে হচ্ছে সব রাস্তাই নরকে গিয়ে মিশেছে। সব রাস্তাই তার জন্যে সমান এখন। সারা রাত ছোটাছুটি করল ককুয়া। এদিক সেদিক। রাস্তার পাশে শুয়ে কাঁদল।

পরদিন সকাল হলে হুঁশ ফিরল তার। ফিরে এল বাড়িতে। ঘরে ঢুকে দেখতে পেল কিউইকে। বুড়োর কথাই ঠিক। তার স্বামী পরম শান্তিতে ঘুমাচ্ছে। বড় নিশ্চিন্ত দেখাচ্ছে তাকে। ওর ঘুমন্ত মুখখানার দিকে চেয়ে শান্তি পেল ককুয়া।

'প্রিয় স্বামী, আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি। তুমি এখন চিন্তামুক্ত। কিন্তু আমার ঘুম হারাম হয়ে গেছে। দুনিয়াটা আমার কাছে মূল্যহীন। চিরতরে অন্ধকার হয়ে গেছে আমার ভবিষ্যৎ,' ভাবল ককুয়া।

এসব ভেবে স্বামীর পাশে শুয়ে পড়ল সে। সারা রাতের দুশ্চিন্তা আর ক্লান্তির ফলে বুজে এল দু'চোখ।

পরদিন সকালে ওকে জাগাল কিউই। শুভ সংবাদটা দেয়ার জন্যে। অনবরত বকবক করতে লাগল সে। কিভাবে বোতলমুক্ত হয়েছে সে খবর শোনাল। ককুয়া যে অন্যমনস্ক সেটা খেয়ালই করল না। সকালে কিছুই খেল না ককুয়া। কিউই তবু বুঝতে পারল না কিছু। সে পেট পুরে খেল। দেশে ফেরার পরিকল্পনা করল। ওকে এ শহরে নিয়ে এসে উদ্ধার করার জন্যে ধন্যবাদ জানাল ককুয়াকে। আর বুড়োর বোকামির কথা বলে আনন্দ পেল।

'বুড়ো বোতল নিয়ে করবেটা কি?' আপন মনেই প্রশ্ন করল কিউই।

'নিশ্চয় ভাল কোন উদ্দেশ্য আছে,' নরম গলায় বলল ককুয়া।

হো হো করে হেসে উঠল কিউই। 'গাধা বুড়ো কোথাকার। তিন সেন্টাইম দিয়ে ওর কাছ থেকে কে কিনবে বোতল? চার সেন্টাইমে বেচতেই জান বেরিয়ে গেছে আমাদের। ওর পোড়া কপাল, পুড়েই মরতে হবে ওকে,' হাসতে হাসতে কথাগুলো বলল কিউই।

'এভাবে বোলো না। ভয় করে। যে বোতল কিনে বাঁচাল তোমাকে তার জন্যে একটুও মায়া হচ্ছে না? ওর জন্যে তো আমাদের প্রার্থনা করা উচিত।'

ককুয়ার মুখে সত্যি কথা শুনে রেগে উঠল কিউই। 'তোমার যত ইচ্ছে প্রার্থনা কর গিয়ে। আমাকে ভালবাসলে এসব কথা বলতে পারতে না। আমি যে শয়তানের কবল থেকে মুক্ত হলাম সেটা কিছু নয়, না?'

রেগেমেগে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল কিউই। একাকী বসে রইল ককুয়া। চিন্তিত। হতাশ। দু'সেন্টাইমে বোতল বেচতে হবে। কিন্তু কিনবে কে? তাছাড়া কিউই দেশে ফেরার জন্যে তাড়া লাগাচ্ছে। দেশে ফিরে গেলে এ বোতল আর কোনদিনই বেচা যাবে না। সবচেয়ে কষ্ট পাচ্ছে সে কিউই-র ব্যবহারে। ওকে ভুল বুঝছে সে। তবে কিউই-রও দোষ নেই। ওর তো জানার কথা নয় আসলে কি ঘটেছে।

সিন্দুকের ভেতর থেকে বোতলটা বার করল ককুয়া। ওটার দিকে চাওয়া মাত্রই ভয়ে কাঁপতে লাগল সে। আবার রেখে দিল যথাস্থানে।

খানিক বাদে রাগ পড়লে ফিরে এল কিউই, ওকে নিয়ে ক্যারিজে চেপে বেড়াতে যাবে।

'শরীরটা ভাল নেই,' বলল ককুয়া, 'আজ থাক। অন্য আরেকদিন যাব।'

ভয়ানক রেগে গেল কিউই। 'অকৃতজ্ঞ!' চিৎকার করে বলল সে, 'তোমার জন্যে কি না করেছি আমি! ও, তুমি চেয়েছিলে আমি চিরতরে আগুনে পুড়ে মরি, তাই না? বোতল বেচতে পেরেছি বলে দুঃখ হচ্ছে তোমার?'

ঘর থেকে ছুটে বেরোল কিউই। সারাদিন টো টো করে ঘুরল। তারপর গেল সরাইখানায়। প্রচুর মদ পান করল। এখানে এক বুড়ো মাতালের সঙ্গে পরিচয় হল ওর। নাবিক। দাগী আসামী। বহু বছর জেল খেটেছে। মদ পেলে দুনিয়ার আর কিছু বোঝে না সে। কিউই-র

টাকায় গলা পর্যন্ত গিলল বুড়ো। তবু তার তৃপ্তি হল না। গেলাসটা আবার বাড়িয়ে দিল কিউই-র দিকে। কিউই জানাল তার পকেট খালি। তাই শুনে বলল বুড়ো নাবিক, 'তোমার না বলে অনেক টাকা। বোতল না কি যেন আছে একটা।'

'এখন আর নেই। তবে অসুবিধে হবে না। তুমি বস, আমি বউয়ের কাছ থেকে টাকা নিয়ে আসছি,' বলল কিউই।

'বউয়ের কাছে টাকা রাখ নাকি তুমি? উঁহুঁ, কাজটা ঠিক করছ না। মেয়েমানুষকে মোটেও বিশ্বাস করবে না। আর টাকা-পয়সার ব্যাপারে তো নয়ই। ওরা জানে কেবল ছলনা। বউয়ের ওপর চোখ রাখবে, বুঝেছ?'

বুড়ো নাবিকের কথাগুলো কিউই-র খুব মনে ধরল।

'বুড়ো ঠিকই বলেছে। বউ আমাকে ভালবাসে না। আমার ভাল চায় না। ওকে আমি আর বিশ্বাস করি না,' ভাবল কিউই।

বুড়োকে সরাইখানায় বসিয়ে রেখে বাড়ির পথ ধরল সে। রাত হয়ে গেছে ততক্ষণে। ঘরে আলো জ্বলছে। পেছন দরজা দিয়ে চুপিসারে বাড়িতে ঢুকল ও।

শোবার ঘরের দরজা সামান্য ফাঁক করে দেখে ককুয়া মেঝেতে বসে রয়েছে। প্রদীপ জ্বলছে ঘরে। গোল পেট, লম্বা গলার দুধসাদা বোতলটা তার সামনে রাখা।

দীর্ঘক্ষণ এক জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে রইল কিউই। তারপর শিউরে উঠল। তার মনে হল বোতলটা আবার ফিরে এসেছে তার কাছে। সেই যে একবার স্যান ফ্র্যানসিসকোতে তার সিন্দুকের ভেতর ফিরে এসেছিল, ঠিক তেমনিভাবে। এবারও নিশ্চয়ই দামের ব্যাপারে কোন গণ্ডগোল হয়েছে। হাঁটু কাঁপতে লাগল তার। পরক্ষণেই অন্য একটা চিন্তা মাথায় এল। সেটাও কম ভয়ঙ্কর নয়।

'ব্যাপারটা দেখতে হচ্ছে,' ভাবল কিউই। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে পিছিয়ে গেল সে। তারপর আবোল-তাবোল বকতে বকতে ঘরের দিকে এগোল। যেন এইমাত্র ফিরেছে। ঘরে ঢুকল হুড়মুড় করে। ততক্ষণে বোতল সরিয়ে ফেলা হয়েছে মেঝে থেকে। ককুয়া বসে ছিল। ওকে ঢুকতে দেখে উঠে দাঁড়াল।

'পয়সা দাও। মদ খাব,' জড়ানো গলায় বলল কিউই। ককুয়া ওকে নিষেধ করল না। করলেও শুনবে না তার স্বামী। জানে সে।

সোজা সিন্দুকটার কাছে গেল কিউই। ডালা খুলে বার করল টাকা। চাইল সিন্দুকের কোণে। ওখানেই সে রাখত বোতলটা। ওটা এখন নেই ওখানে। ককুয়া নিশ্চয় কাপড়-চোপড়ের নিচে লুকিয়ে রেখেছে।

সিন্দুকটা বন্ধ করল কিউই। ককুয়ার মনের অবস্থা এতদিনে বুঝতে পারল সে। কোন সন্দেহ নেই তার। ককুয়াই কিনেছে বোতলটা।

'ককুয়া, আমি রাতে নাও ফিরতে পারি,' বলল কিউই। 'তুমি খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়।'

একথা শুনে ওর দু'হাঁটু জড়িয়ে ধরল ককুয়া। ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

'আমাকে ফেলে যেয়ো না। আমি একা থাকতে পারব না,' কাঁদতে কাঁদতে বলল ককুয়া।

'যেতে আমাকে হবেই,' ককুয়াকে ফেলে রেখেই বেরিয়ে গেল কিউই।

সিন্দুক খুলে পয়সা নেয়ার নাম করে কেবলমাত্র সেন্টাইমগুলো তুলে নিয়েছিল কিউই। মদ খাওয়ার কোন ইচ্ছেই ছিল না তার। ককুয়াকে এতদিন খামোকা সন্দেহ করেছে সে। এখন রাগ হচ্ছে নিজের ওপর। ওরই জন্যে শয়তানের কবলে পড়েছে ককুয়া। যে করে হোক বাঁচাতেই হবে ওকে। আবার বোতল কিনবে সে। এসব ভাবতে ভাবতে চলল কিউই।

ফিরে গেল সরাইখানায়। ঢুকে দেখে বুড়ো নাবিক অপেক্ষা করছে তার জন্যে।

'পয়সা পেলাম না। তবে সেজন্যে চিন্তা নেই। বোতল রয়েছে আমার স্ত্রীর কাছে। ওটা কিনলেই পয়সা এসে যাবে। যত খুশি মদ গিলতে পারবে তখন,' বলল কিউই।

'আমি ওসব বোতল-ফোতলে বিশ্বাস করি না,' বলল বুড়ো নাবিক।

'প্রমাণ পাবে এখনই,' মৃদু হাসল কিউই। 'এই দু'সেন্টাইম নিয়ে আমার বাড়িতে যাও। আমার স্ত্রীকে বলবে বোতল কিনতে চাও তুমি। ও শোনামাত্রই বেচে দেবে। তারপর তোমার কাছ থেকে বোতলটা কিনে নেব আমি। এক সেন্টাইমে। দেখবে মদের অভাব হবে না।

তবে তোমাকে যে আমি পাঠিয়েছি এটা যেন কিছুতেই জানতে না পারে ও,' বলল কিউই।

'আজগুবি সব কথা। বিশ্বাস হয় না,' বলল বুড়ো।

'সন্দেহ হচ্ছে?' প্রশ্ন করল কিউই। 'তবে এক কাজ কর। বোতল কিনে যা খুশি তাই চেয়ো তুমি। টাকা, মদ যা ইচ্ছে। দেখবে বোতলের কেরামতি। তখন বিশ্বাস হবে।'

'ঠিক আছে, দেখব। তবে আমার কাছে মিথ্যে বলে পার পাবে না তুমি,' বুড়ো বলল।

বেরিয়ে গেল মাতাল বুড়ো। ওর জন্যে বসে বসে অপেক্ষা করতে লাগল কিউই।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর শুনতে পেল কে যেন হেঁড়ে গলায় গান গাইতে গাইতে আসছে। গলা শুনে বুঝতে পারল এ সেই বুড়ো নাবিক।

লোকটা ঢোকার আগেই সরাইখানা থেকে বেরিয়ে এল কিউই। দেখে বুড়ো টলমল করছে। এই পড়ে তো সেই পড়ে। বোঝা যায় প্রচুর মদ গিলেছে। ওর কোটের পকেটে শয়তানের বোতলটার গলা দেখা যাচ্ছে। আর হাতে রয়েছে অন্য আরেকটি বোতল। সেটা থেকে ঢকঢক করে মদ ঢালছে গলায়।

'পেয়েছ ওটা?' প্রায় চিৎকার করে উঠল কিউই।

'বহু কষ্টে। তোমার বউয়ের ধারণা তুমি তাকে উদ্ধারের জন্যে বোতলটা কিনতে চাইছ,' জড়ানো গলায় বলল বুড়ো।

'তারপর?' উত্তেজনায় প্রায় কাঁপছে কিউই।

'তারপর আর কি। ভালমানুষের মত জিজ্ঞেস করলাম বোতলের দাম এখন কত। যেন জানা নেই আমার। ফলে সন্দেহ করতে পারেনি ও। ব্যস, কিনে নিলাম বোতলটা।'

'দাও, আমি কিনব ওটা।'

'ইস্, শখ কত!' ভেংচি কাটল মাতাল বুড়ো। 'আমার কাছে ওসব আবদার চলবে না।'

'কি বলছ তুমি?' অবাক হয়ে জানতে চাইল কিউই।

'বোতলটা পছন্দ হয়েছে আমার। এটা বেচব না আমি। শয়তানটাকে হুকুম করব আর যখন যত খুশি মদ খাব,' লাল চোখে ওর দিকে চেয়ে বলল বুড়ো।

'বেচবে না?' ঢোক গিলে বলল কিউই।

'জ্বী না,' আবার ভেংচি কাটল বুড়ো। 'তবে চাইলে এক ঢোক মারতে পার।'

'আগে আমার কথা তো শোন,' মিনতি করল কিউই। 'বোতল না বেচলে কি শাস্তি জানা আছে তোমার? সোজা নরকে যাবে।'

'বোতল বেচলেও যাব,' পাল্টা বলল বুড়ো। 'এ বোতল নিয়েই নরকে যেতে চাই আমি। তুমি অন্য আরেকটা জোগাড় করে নাওগে যাও।'

'বোকামি কোরো না,' ওকে বোঝাতে চেষ্টা করল কিউই। 'তোমার ভালর জন্যেই বলছি। বোতল বেচে দাও আমার কাছে।'

'উঁহুঁ, তোমার কোন কথাই শুনব না আমি। ভেবেছ মদ খেয়ে জ্ঞানবুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে আমার তাই না? আমি অত বোকা নই। ভাল চাইলে মানে মানে কেটে পড়,' বলল বুড়ো। কিউই-র কথা শোনার পাত্র নয় সে।

বোতল হাতে নিয়ে রাস্তা ধরে টলতে টলতে এগোল বুড়ো নাবিক। হারিয়ে গেল চোখের আড়ালে।

সেদিকে চেয়ে ছিল কিউই। হঠাৎ সংবিৎ ফিরে পেয়ে বাড়ির দিকে ছুটল সে ঝড়ের বেগে। ককুয়াকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে তার। বাড়ি ফিরে জড়িয়ে ধরল স্ত্রীকে। চোখের জলে ভাসল দু'জনে। এরপর ক'দিন বাদে ফিরে গেল দেশে। চমৎকার সেই বাড়িতে সুখে দিন কাটাতে লাগল তারা।

বইটি Banglapdf.net এর সৌজন্যে ক্রিয়েট করা। আমার ক্রিয়েট করা বই এর ব্যাপারে আমার অনুরোধ একটাই কোথাও শেয়ার করলে শুধু সাইটের কার্টেসী টুকু দিলেই হবে। তবে বেশ কিছু সাইট এবং বেশ কিছু গ্রুপ এই সাধারণ ভদ্রতাটুকু দেখাতেও রাজী না। যাইহোক, আসল কথা হল, সোর্স আমরাই। অন্যরা কার্টেসী দিলে ত ভাল, নাহয় চুরি করে চালাচ্ছে। আশা করব চোরদের বা অভদ্রদের এড়িয়ে চলার মানসিকতা আমাদের সবার মধ্যেই বিদ্যমান। ধন্যবাদ।